দুর্নীতিগ্রস্ত সুপারের গুজবে কান দেবেন না

বন্ধু,

পশ্চিমবঙ্গের ই এস আই এর অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও অর্জিত অধিকার হরণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য প্রকল্প থেকে প্রায় ২০০ কোটি টাকার মুনাফা করার বিরুদ্ধে প্রায় একমাস ব্যাপী ২৫ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে ৩০টি শ্রমিক সংগঠন সহ নাগরিক মঞ্চ এক প্রচার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই প্রচার কর্মসূচীর প্রথম ধাপ ছিল ৭ই জুলাই ৯২ ই এস আই এর সমস্ত আঞ্চলিক কার্যালয়ে দাবি সনদ পেশ ও ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপকদের সাথে আলোচনা। দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল ই এস আই এর ১২টি হাসপাতালে ১৪ই জুলাই দাবি সনদ পেশ ও সাধারণ ২৫ দফা দাবি ও স্ব স্ব হাসপাতালগুলির কিছু সমস্যা ও নিয়মলঙ্ঘন নিয়ে আলোচনা। আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপের এই নির্দিষ্ট দিনটিতে নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে মানিকতলার ই এস আই হাসপাতাল সুপারিনটেনডেন্টকে আলোচনার জন্য অগ্রিম জানানো হয়। নির্ধারিত দিনে নাগরিক মঞ্চের প্রতিনিধিরা বেলা ১২টার সময়ে হাসপাতালে হাজির হন। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সুপার তাদের ডেকে পাঠান। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে প্রথমেই সুপারকে দাবিসনদ পেশ করা হয়। ই এস আই সংক্রান্ত সাধারণ ২৫দফা দাবির সাথে মানিকতলার ই এস আই হাসপাতাল সংক্রান্ত যে দাবিগুলি তাকে জানানো হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : (১) ই এস আই এর নিয়ম থাকা সত্ত্বেও রোগীদের পথ্যের (Diet) তালিকা সমস্ত ওয়ার্ডে কেন টাঙানো নেই ? (২) কর্তৃপক্ষের হাতে জরুরী প্রয়োজনে রুগীর চিকিৎসার ওষুধ কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা কেন পাওয়া যায়না বা পাওয়া গেলেও তা এত নিম্নমানের কেন যা ব্যবহারে রুগীর জীবন হানির আশঙ্কা থাকে। (৩) মর্গ না থাকার ফলে মৃতদেহগুলি আউটডোরের পাশে বাথরুমে ফেলে রাখার ফলে যে দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তার জন্য আপনি কোন ব্যবস্থা নেননি কেন ? (৪) সুপারকে কেন বেলা ১২ টার আগে হাসপাতালে দেখা যায় না ও তিনি কেন নিয়মিত ওয়ার্ডগুলিতে যান না ইত্যাদি।

উক্ত দাবিসনদটি দেখেই তিনি মন্তব্য করেন, আমি ডাইরেক্টরের নির্দেশ ছাড়া কারও সাথে আলোচনা করিনা। আপনারা ডাইরেক্টরের অনুমতি নিয়ে আসুন। আমরা তাকে বলি, বিভিন্ন জায়গায় ই এস আই কার্যালয় ও হাসপাতালে আমরা

যাচ্ছি, কেউই কিন্তু আপনার মত একথা বলেননি। তা সত্ত্বও তিনি একই কথা বার বার বলে আলোচনা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। আমরা তখন তাকে বলি আপনার হাসপাতালের অব্যবস্থা ও দুর্নীতির কথা আমরা আপনাকে ছাড়া কাকে জানাবো? নিয়ম থাকা সত্ত্বও আপনি কেন খাদ্যতালিকা ওয়ার্ডে টাঙাননি? তখন তিনি বলেন, "তালিকাটা ইংরাজীতে আছে, সকলে ইংরাজী জানেনা তাই হিন্দি, বাংলা ও উর্দুতে অনুবাদ করে টাঙাতে হবে। যেহেতু এখনও তা হয়নি তাই টাঙানো হয়নি।" আমরা বলি, 'আপনি প্রায় আড়াই বছর এসেছেন—এই সুদীর্ঘ সময়ে ১৪-১৫টা শব্দের অনুবাদ যখন সম্ভব হয়নি তখন আর কতদিন লাগবে?" সুপার বলেন—"সপ্তাহ তিনেক"। তারপর আবার তিনি চুপ। কোনও আলোচনাই করবেন না। বাধ্য হয়েই আমরা আমাদের দাবি সনদ অফিসে জমা দিয়ে চলে আসি।

উপরোক্ত ঘটনার পর আমরা খবর পাই হাসপাতালে পুলিশ আসে। সুপার গুজব ছড়ানো শুরু করেন, নাগরিক মঞ্চ নকশালদের সংগঠন। তারা বলে গেছে—ফিরে এসে ভাঙচুর করবে। স্বাভাবিকভাবেই এই গুজবে কর্মীমহলে বিশেষত মহিলা কর্মীদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয়।

আমরা নাগরিক মঞ্চ-র পক্ষ থেকে সর্বপ্রথমেই হাসপাতালের কর্মী বন্ধুদের বলতে চাই—এধরনের কোনও উদ্দেশ্য আমাদের নেই বা আগামীদিনেও থাকবে না। যে দাবি-গুলি আমরা পেশ করেছি তা সাধারণ মানুষের (ই এস আই ভুক্ত) দাবি। এই দাবি আদায়ে আপনাদের শত্রু নয় বন্ধু হিসেবে পাওয়াই আমাদের কাম্য। হাসপাতালের রুগী ও কর্মীরা ভীত হোক, গড়ে উঠুক তাদের সাথে আমাদের বৈরীতার সম্পর্ক, এই সুযোগে চাপা পড়ে যাবে সুপারের নিয়ম লঙ্ঘন ও দুর্নীতির ঘটনা—একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালের সুপার এই গুজব ছড়াচ্ছেন। এই গুজবে কান না দিয়ে আসুন আমরা একত্রিতভাবে এই দুর্নীতি পরায়ণ সুপারের পদত্যাগ দাবি করি। কারণ আমরা মনে করি, খাবারের তালিকা রুগীদের সামনে না টাঙিয়ে রাখার সাথে সুপারের 'স্বার্থ জড়িত'। হাসপাতালের নিয়ম ভাঙছেন তিনি, আর সে ব্যাপারে বলতে গেলেই 'ভাঙচুর' করতে আসবে বলে গুজব ছড়াচ্ছেন।

আমরা আশা করি, সমস্ত হাসপাতাল কর্মচারী, রোগী ও চিকিৎসা করতে আসা শ্রমিক কর্মচারী ও তাদের পরিবার গুজবে কান না দিয়ে দৈনন্দিন নিয়ম ভাঙছে যে সুপার, পুকুরের জলের রান্না রোগীদের খাওয়াচ্ছে যে সুপার তার বিরুদ্ধে সরব হবেন ও তার অপসারনের জন্য একত্রিত হয়ে দাবি জানাবেন।

অভিনন্দন-সহ
নাগরিক মঞ্চ

নাগরিক মঞ্চ-র পক্ষে নব দত্ত কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড ব্লক-বি, রুম-৭ কলি-৮৫ হইতে প্রকাশিত ও অমর মুদ্রণ ১১/ডি/এইচ ১৪ গোয়াবাগান, স্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।